দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেই সার্টিফিকেট ॥ ক্লাস করতে হয় না

॥ নিজামুল হক ॥

শিক্ষার নামে বাণিজ্য-৪

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মানসম্মত শিক্ষার পরিবর্তে সার্টিফিকেটধারী গ্রাজুয়েট বের হচ্ছে এমন অভিযোগ মঞ্জুরি কমিশনেরই। হাতেগোনা কয়েকটি বাদে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট পাওয়া যায় এমন অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে। দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৩টি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, উন্মুক্ত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাদে বাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা ২০ হাজারের বেশি নয়। কিন্তু এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ৭টি শিক্ষাবোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ৫ লাখ ৪১ হাজার ৮১৭ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ পাস করলেও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় পৌনে তিন লাখ। ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের আগ্রহ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী অর্জন করা। কিন্তু এ চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়নি আসন সংখ্যা কম থাকার কারণে। তবে দেশের উচ্চ শিক্ষার চাহিদা ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল (১৫শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষার নামে বাণিজ্য-৪

(১৬শ পৃঃ পর)

হওয়ায় পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ভারত ও জাপানের মত এদেশেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতির দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সে অনুযায়ী সরকার ১৯৯২ সালে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি করে। এর পরের বছরই সরকারের অনুমোদন নিয়ে শুরু হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন নিয়মের মধ্যে থেকে শিক্ষাকার্যক্রম চালাতে পারে এজন্য একটি নীতিমালা অনুমোদন করা হয়। অথচ এ নীতিমালার তোয়াক্কা না করে নিজস্ব ইচ্ছামত লেবাপড়ার নামে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত আসনের সুযোগ নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের কাঠামোগত অবস্থা ও শিক্ষার গুণগতমান বিবেচনায় না এনে ব্যবসায়িক স্বার্থে শিক্ষার্থী ভর্তি করাচ্ছে। এতে প্রকৃত শিক্ষার্থী না বরং সার্টিফিকেটধারী গ্রাজুয়েট বের হচ্ছে। এ অভিযোগ মঞ্জুরি কমিশনেরই।

এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই কোন নিজস্ব গবেষণাগার, নেই লাইব্রেরি, নেই নিজস্ব ভবন, পর্যাপ্ত ক্লাসরুম। ভাড়া করা ভবনে, পার্টটাইম শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে শিক্ষাকার্যক্রম চালানোর নামে ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের সাথে প্রতারণা করছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য মোট আসনের পাঁচ ভাগ দরিদ্র মেধাবীদের ভর্তির জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং এ সকল শিক্ষার্থীকে বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে নীতিমালায় এমন শর্ত থাকলেও তা মানছে না কোন বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন না নিয়ে নতুন নতুন বিভাগ চালু করছে তারা। নিয়মিত ক্লাস না করে শুধু টাকা পরিশোধ করেই নেয়া যাচ্ছে সার্টিফিকেট। প্রতি সেমিস্টারে পরীক্ষা থাকলেও পরীক্ষায়ও অংশ নিতে হয় না। অভিযোগ আছে, যারা অংশ নেয় তারা বই দেখেই পরীক্ষায় উত্তরপত্র লিখে থাকে। ক্লাসরুমে উপস্থিত শিক্ষকরাও এক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করে থাকেন।

রাজধানীর একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মকর্তা "বিএ" ডিগ্রী অর্জন করেছেন একটি কলেজ থেকে। দীর্ঘ দিনে পদোন্নতি না হওয়ার কারণ হচ্ছে তার মাষ্টার্স ডিগ্রী না থাকা। তার মতে, এটা কোন কঠিন বিষয় নয়। ভর্তি হলেন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ধ্যাকালীন একটি কোর্সে। ক্লাস করার কায়েশ নেই, নেই পরীক্ষা দেয়ার কষ্ট। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, একদিনও ক্লাস করতে হয়নি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুধু পরীক্ষায় অংশ নিয়েছি। পরীক্ষায় লিখেছি বই দেখে। সময়মতো টাকা পরিশোধ করেছি। পেয়ে গেছি এমবিএ সার্টিফিকেট। এভাবেই শত শত চাকরিজীবী টাকার বিনিময়ে পেয়ে যাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রী। পিপলস ইউনিভার্সিটির এক ছাত্র জানায়, তিনি নিয়মিত ক্লাস করছেন না। তাকে ডিপার্টমেন্ট থেকে বলে দেয়া হয়েছে নিয়মিত টাকা পরিশোধ করলে কোন সমস্যা নেই। তাইতো উক্ত ছাত্র ঘুরে বেরিয়েও পেয়ে যাবে উচ্চতর ডিগ্রীর সার্টিফিকেট।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স ফি হিসেবে প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে দুই লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিয়ে থাকে। অথচ শিক্ষার মানে অনেকটা পিছিয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। অবশ্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে প্রশংসাও কুড়িয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে বারে বারে ব্যর্থ হয়েছেন। এ ব্যাপারে কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান এম আসাদুজ্জামান বলেছেন, বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত থাকার কারণে এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যায়নি। তাছাড়া রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও সরাসরি জড়িত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে। তবে মঞ্জুরী কমিশন ২০০৫ সালে ৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণার নির্দেশ দেয় এবং গত ১২ মে'র আগে ৫২ টি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদেশী কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে।

কিন্তু এতে সন্তুষ্ট নন অভিভাবকরা। তাদের মতে পরিচিত অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে অর্থ বাণিজ্য। নিয়মিত ক্লাস করানো হয় না। শুধু বারে বারে টাকার জন্য তাগাদা দেয়া হয়। ভাল ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে ভর্তি হলেও তারা মেধাহীন হয়ে বের হয়। কোন প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। কোন কারণে টাকা দিতে ব্যর্থ হলে পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয়া হয় না। টাকা দিলে সব মাফ হয়ে যায়। এ বিষয়ে সরকারের নজর দেয়া উচিত বলে মনে করেন অভিভাবকরা।